আমিরে আহলে সুন্নাতের রবিউল আখির ১৪৪১ হিজরী মোতাবেক ডিসেম্বর ২০১৯ এ আলামী মাদানী মারকায ফয়জানে মদিনায় মাদানী মুযাকারার পূর্বে অনুষ্ঠিত বয়ানের লিখিত পুষ্প ধারা (পরিবর্তন ও পরিবর্তন সহকারে) নামকরণ

শানে গাউছে আজম

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ
(দা'ওয়াতে ইসলামী)

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ ط
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط

শানে গাউসে আযম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ

আল্লাহ পাকের নৈকট্যশীল হওয়ার অযিফা

আল্লাহ পাক হযরত মুসা কলিমুল্লাহ عَلَیۡہِ السَّلَام এর প্রতি অহী প্রেরণ করলেন: হে মুসা! তুমি কি চাও, যেভাবে তোমার কথা তোমার জিহ্বার, তোমার মনোভাব তোমার অন্তরের, তোমার রূহ তোমার দেহের, তোমার দৃষ্টিশক্তির নূর তোমার চোখের নিকটবর্তী, আমি এর চেয়েও বেশি তোমার নিকটবর্তী হয়ে যাই? আরয করলেন: হ্যাঁ! ইরশাদ করলেন: তবে **মুহাম্মাদে মুস্তফা** (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর উপর অধিকহারে দরূদ প্রেরণ করো।

(হিলয়াতুল আউলিয়া , ৬/৩৩, নাম্বার ৭৭১৬। মাতালি'উল মুসাররাত (উর্দু), পৃষ্ঠা ৬৯)

নূহ ও খলীল ও মুসা ও ঈসা
সব কা হে আঁকা নামে মুহাম্মদ
পায়ে মুরাদে দোনো জাহা মে
জিস নে পুকারা নামে মুহাম্মদ
দোনো জাহাঁ মে দুনিয়া ও দীঁ মে

www.dawateislami.net

হে ইক ওয়াসিলা নামে মুহাম্মদ
রাখো লাহাদ মে জিস দাম আযীযো
মুঝ কো সুনানা নামে মুহাম্মদ
রোযে কিয়ামত মিযান ও পুল পর
দেগা সাহারা নামে মুহাম্মদ

(কাবালায়ে বখশীশ, পৃষ্ঠা ১৩৪)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শয়তানকে চিনে ফেললেন

শাহেনশাহে বাগদাদ, হুযুরে গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর শাহজাদা হযরত শায়খ আবু নাসর মুসা বিন শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমার পিতা (অর্থাৎ গাউসুল আযম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ) বলেন: আমি আমার একটি সফরে মরুভূমির দিকে রওনা হলাম এবং কয়েক দিন সেখানে অবস্থান করলাম কিন্তু আমি পানি পাচ্ছিলাম না, যখন আমি প্রচন্ড তৃষ্ণার্ত হলাম তখন একটি মেঘ আমাকে ছায়া দিল এবং সেখান থেকে কয়েক ফোটা বৃষ্টির পানি পড়লো, যা আমি পান করে নিলাম। অতঃপর আমি একটি নূর দেখলাম, যার ফলে আসমানের এক প্রান্ত আলোকিত হয়ে গেলো এবং একটি আকৃতি আবির্ভূত হলো, যা থেকে আমি একটি আওয়াজ শুনলাম: হে আব্দুল কাদের! আমি তোমার

www.dawateislami.net

প্রতিপালক এবং আমি তোমার জন্য হারাম বস্তু হালাল করে দিলাম। তখন আমার সম্মানিত পিতা গাউসুল আযম বললেন যে, আমি اَعُوۡذُ بِا للهِ مِنَ الشَّيۡطٰنِ الرَّجِيۡمِ পাঠ করে বললাম: হে অভিশপ্ত শয়তান! দূর হয়ে যা। এতে আলোকিত প্রান্ত অন্ধকারে পরিবর্তন হয়ে গেলো এবং সেই আকৃতি ধোঁয়ার রূপ ধারণ করলো, অতঃপর সে আমাকে বললো: হে আব্দুল কাদের! ইতিপূর্বে আমি সত্তরজন আউলিয়ায়ে কিরামকে পথভ্রষ্ট করেছি, কিন্তু তোমার জ্ঞান তোমাকে রক্ষা করে নিলো। আমি বললাম: এটা কেবল আমার **আল্লাহ পাকে**র দয়া ও অনুগ্রহ। শাহজাদায়ে গাউসে-আযম শায়খ আবু নাসর মুসা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমার সম্মানিত আব্বাজান গাউসে-আযম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হলো: আপনি কীভাবে জানলেন যে, সে শয়তান? তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: "তার এই কথা দ্বারা যে, নিঃসন্দেহে আমি তোমার জন্য হারামকে হালাল করে দিলাম।" **(বাহজাতুল আসরার, পৃষ্ঠা ২২৮)**। হুযুর গাউসে-পাক, رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: এটা মনে করা যে, শরয়ী আহকাম কোন পর্যায়ে এসে রহিত হয়ে যায়, এটা ভুল। ফরজ ইবাদত ত্যাগ করা বেদ্বীনি। হারাম কাজ করা গুনাহ। ফরজ কোন অবস্থাতেই রহিত হয় না। **(হাকায়িক আনিত তাসাউফ, ২৪২ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

হে গাউসে আযমের প্রেমিকগণ! আপনারা শুনলেন তো, নামায রোযার অপরিহার্যতা কারো জন্য ক্ষমা হয়না, যেমন কিছু নামে মাত্র পীর আছে যারা নামায পড়েন না, যখন তাদের মুরীদদের জিজ্ঞাসা করা হয় তখন তারা বলে যে, আমাদের পীর সাহেব বাগদাদে ফজরের নামায পড়েন, অতঃপর আজমিরে যোহরের নামায পড়েন, প্রতিদিন ইশার নামায মদীনায় পড়েন, তাদের এরূপ কথায় ভ্রুক্ষেপ করা উচিত নয়, কারণ যখন **নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর নামায ক্ষমা ছিলো না বরং আমাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয আর আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর ছয় ওয়াক্ত নামায ফরয ছিল। জি হ্যাঁ! আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর তাহাজ্জুদের নামাযও ফরয ছিলো, তাছাড়াও অভিশপ্ত শয়তান গাউসে পাককে ধোকা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল কিন্তু তিনি এই আক্রমণ বিফল করে দিলেন, সে পুনরায় আক্রমণ করলো যে, আব্দুল কাদির, আপনাকে আপনার জ্ঞান রক্ষা করে নিয়েছে, তখন গাউসে পাক তাও বুঝে গেলেন যে, আমার জ্ঞান নয় বরং আমার প্রতিপালক আমাকে রক্ষা করেছেন। অতএব এই জ্ঞানের প্রতি গর্ববোধ করা উচিত নয়। সর্বাবস্থায় **আল্লাহ পাকে**র অনুগ্রহের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত।

www.dawateislami.net

হে গাউসে আযমের প্রেমিকগণ! এটাও জানা গেল যে, শয়তান অনেক বড় প্রতারক, সে নানারকম জাদুর কৌশলও দেখিয়ে থাকে, তার আক্রমণ সম্পর্কে সবসময় সতর্ক থাকা উচিৎ, নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার ওপর নির্ভর করার পরিবর্তে **আল্লাহ পাকে**র করুণা ও অনুগ্রহের প্রতি দৃষ্টি রাখা উজিৎ। যার ধন সম্পদ রয়েছে তার নিকট চোর আসে, আর যার নিকট ঈমানের দৌলত রয়েছে, তার নিকট ঈমান লুণ্ঠনকারী শয়তান অবশ্যই আসবে। তাছাড়া যার ঈমান যত বেশি দৃঢ় হবে, তার নেক আমলের ভান্ডার তত বেশি হবে। সুতরাং শয়তান আরও বেশি জোর প্রয়োগ করবে। আমাদের পীর ও মুর্শিদ হুযুর গাউসে আযম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর নিকট ঈমান ও আমলের ভান্ডারের প্রাচুর্য দেখে শয়তান বহুবার ডাকাতি করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ! সে বিফল ও ব্যর্থই হয়েছিলো।

বাচা লো দুশমনো কে ওয়ার সে ইয়া গাউসে জিলানী
বড়ি উম্মিদ সে তুম কো পুকারা ইয়া শাহে বাগদাদ
ওয়াসিলা চার ইয়ারো কা খোদা সে বখশোয়া দিজে
করম ফরমাইয়ে মুঝ পর খোদারা ইয়া শাহে বাগদাদ
আগর চে লাখ পাপি হে মাগার আত্তার কিস কা হে
তোমহারা হে তোমহারা হে তোমহারা ইয়া শাহে বাগদাদ

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, পৃষ্ঠা ৫৪৪)

www.dawateislami.net

এক জ্বীনের তওবা

হে গাউসে আযমের প্রেমিকগণ! আমাদের মুর্শিদ হুযুর গাউসে আযম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ইবাদতে অবিচলতা তাঁর একটি মহান কারামত। প্রসিদ্ধ প্রবাদ রয়েছে: اَلۡاِسۡتِقَامَةُ فَوۡقَ الۡكَرَامَةِ অর্থাৎ অবিচলতা কারামতের উর্ধ্বে।

হে গাউসে আযমের প্রেমিকগণ! আমরা আবেগের বশীভূত হয়ে কিছু কাজ করি, তারপর কাহিল হয়ে যাই, যাকে সোডা ওয়াটারের আবেগের নাম দেয়া যায়। আমার মুর্শিদ গাউসে পাকের অবিচলতার মহিমা কতইনা অপূর্ব! যেমনটি শাহানশাহে বাগদাদ, হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: একবার আমি জামে মনসুরে নামাযরত ছিলাম, হঠাৎ একটি সাপ এসে আমার সেজদার স্থানে মুখ খুল দিলো, আমি সেটাকে সরিয়ে সেজদা করলাম কিন্তু সে আমার ঘাড় রেয়ে এক আস্তিনে ঢুকে অপর আস্তিন দিয়ে বের হয়ে গেল। আমি সালাম ফেরাতেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল। দ্বিতীয় দিন যখন আমি একই মসজিদে প্রবেশ করলাম, তখন বড় বড় চোখ বিশিষ্ট এক লোক দেখতে পেলাম, আমি অনুমান করলাম, এই লোকটি কোন মানুষ নয়, বরং কোন জ্বীন। সে আমাকে বলল: আমিই আপনাকে বিরক্তকারী সেই সাপ, আমি সাপের

www.dawateislami.net

রূপে অসংখ্য আউলিয়াদের পরীক্ষা করেছি, কিন্তু কেউ আপনার মতো অবিচল ছিল না। অতঃপর সে জ্বীনটি তাঁর হাতে তওবা করে নিলো। **(বাহজাতুল আসরার, পৃষ্ঠা ১৬৯)**

হুয়ে দেখ কর তুঝে কাফির মুসলমাঁ
বনে সঙগ দিল মোম সাঁ গাউসে আযম

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতা (অর্থাৎ নামাযে **আল্লাহ পাকে**র জন্য বিনয় এবং একাগ্রতার সহিত শারীরিক ও মানসিক মনোযোগ) হলে এমন হওয়া উচিত যে, নামাযে কোনো সাপ আঁকড়ে ধরুক না কেন, কিন্তু **আল্লাহ পাকে**র দিক থেকে মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হবে না। আহ! অপরদিকে আমাদের নামাযের অবস্থা, যদি আমাদের গায়ে একটি মাছিও বসে, তাহলে অস্থির হয়ে যাই, সামান্য চুলকানিও সহ্য করতে পারি না। উল্লেখিত ঘটনা থেকে এটাও জানা গেল যে, জ্বীনেরাও আমার গাউসে পাকের মুরিদ হতো।

শায়খ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি কুতুবে রাব্বানী, মাহবুব সুবহানী, পীরে লাছানি, কিন্দিলে নূরানী, শায়খ মুহিউদ্দীন আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর

চল্লিশ বছর যাবত সেবা করেছি, এই সময়ে তিনি ইশার অজু দিয়ে ফজরের নামায পড়তেন এবং তাঁর অভ্যাস ছিল যে, যখনই তিনি অজুহীন হতেন তৎক্ষণাৎ অজু করে দুই রাকাত নফল নামায আদায় করে নিতেন। **(বাহজাতুল আসরার, পৃষ্ঠা: ১৬৪)**

তাহিয়্যাতুল অজুর ফযিলত

হে আমার গাউসে পাকের প্রেমিকগণ! অজুর পর মাকরূহ সময় না হলে দুই রাকাত নফল নামায আদায় করাকে তাহিয়্যাতুল অজু বলে। "তাহিয়্যাতুল অজুর অসংখ্য ফযিলত রয়েছে এবং এটি নেককার হওয়ার উপায় সম্বলিত “নেক আমল” এর একটি আমলও বটে। সহীহ মুসলিম শরীফের ৫৫৩নং হাদিসে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অজু করে এবং একাগ্রতার সাথে দুই রাকাত নামায আদায় করবে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। **(মুসলিম, পৃষ্ঠা ১১৮, হাদিস ৫৫৩)।**

হো করম! হুসনে আমল আহ! নেহি হে কোয়ি
না ওয়াজাইফ হে না আযকার হে গাউসে আযম
হাশর কে রোয হামারি ভি শাফায়াত কারনা
আহ! হাম সখত গুনাহগার হে গাউসে আযম

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৬১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

গাউসে পাকের রাত্রি জাগরণ

হে গাউসে আযমের প্রেমিকগণ! আমার মুর্শিদ হুযুর গাউসেপাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ প্রচুর ইবাদত বন্দেগী এবং কুরআনে পাকের তিলাওয়াত করতেন, যেমনটি বর্ণিত আছে যে, শাহানশাহে বাগদাদ, হুযুর গাউসেপাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ পনের বছর যাবত প্রতি রাতে এক খতম কুরআন তিলাওয়াত করতেন। **(বাহজাতুল আসরার, পৃষ্ঠা ১১৮)** তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ দৈনিক ১০০০ রাকাত নফল নামায আদায় করতেন। **(তাফরীহুল খাতির, পৃষ্ঠা: ৩৫)** গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: এক রাতে যখন আমি আমার কার্যাদি সম্পাদন করা (অর্থাৎ ইবাদতের) ইচ্ছা পোষণ করলাম, তখন নফস অলসতাবশত কিছুক্ষণ ঘুমানোর এবং পরবর্তিতে উঠে ইবাদত করার পরামর্শ দিল। যেই জায়গায় আমার মনে এই খেয়াল এসেছিল সেই জায়গায় এবং সেই সময়ে এক পায়ে দাঁড়িয়ে আমি এক খতম কুরআন তিলাওয়াত করেছি।

(বাহজাতুল কাদরিয়া)

নামাযে অলসতা কেন?

হে গাউসে পাকের প্রেমিকরা! আমাদের অলসতার কথা কী বা বলব! ফজরের আযান শুনে চোখ খুলে গেলে ঘড়ির দিকে তাকাই, এখনো জামাতের কিছু সময় বাকি

www.dawateislami.net

আছে, অতঃপর ১৫ মিনিটের ঘুমিয়ে যাই, অতঃপর উঠে দেখি সূর্যোদয় হয়ে গেছে এবং নামায কাযা হয়ে গেছে, আচ্ছা কাযা পড়ে নিবো, নামায কাযা হওয়ার অনুশোচনাও হয় না, এটা কত বড় বিপদ, একটু ব্যস্তত রয়েছে আচ্ছা পরে কাযা পড়ে নিবো, মহিলারা এই আপদে বেশি পড়ে থাকে, শপিং সেন্টারে যাবে নামায কায পড়ে নিবে, এটাও তাদের ক্ষেত্রে যারা নামাযী, যারা নামায পড়ে না তাদের বিষয় তো ভিন্ন। কারো বিয়ে বা দাওয়াতে গেলো তখন ইসলামী ভাইদেরও নামায গেলো, যাদের আগ্রহ রয়েছে তারা হয়তো দৌঁড়ে গিয়ে মসজিদে পড়ে নিলো। মহিলারা তো এরও তোয়াক্কা করে না, এমন করবেন না! আপনি পৃথিবীর যেখানেই থাকুন না কেন, শপিং সেন্টার বা বাজার শরয়ী পর্দা করার পাশাপাশি নিয়মিত নামায আদায় করতে হবে, বরং এমন সময় যান যে, যখন নামাযের সময় আসে না, কাজ শেষ করে দ্রুত বাসায় ফিরে আসুন এবং ঘরে এসে শান্তভাবে নামায আদায় করুন আর যদি আপনার সাথে কোন মুহরিম থাকে তবে নামাযের সময় ব্যতীত সাধারণত মসজিদ খালি থাকে, সেখানে পর্দার মাঝে অজু করিয়ে নামায পড়িয়ে দিন। যখন আমার সাথে সিকিউরিটির সমস্যা ছিল না, তখন একটি মসজিদে আমি আমার মেয়ে, বাচ্চার মাকে সফরের সময় নামায পড়িয়েছি,

www.dawateislami.net

বাড়িতে পৌঁছাতে পারি নাই, তাহলে এখানেই নামায পড়ে নেই। যদি আগ্রহ থাকে তাহলে করতে সক্ষম হবেন।

আফসোস, আমরা নামাযের ব্যাপারে সিরিয়াস নই। মনে রাখবেন! এমন অজুহাত দেখান যা কেয়ামতের দিন আপনাকে রক্ষা করতে পারবে, অন্যথায় অন্যদেরকে আমরা সন্তুষ্ট করে নিবো, **আল্লাহ পাক** সব জানে। যারা নামায পড়ে না তাদেরও নামাযী হয়ে যাওয়া উচিত, অন্যথায় মৃত্যুর পর অনেক অনুশোচনা করবে।

করলে তওবা রব কি রহমত হে বড়ি
কবর মে ওয়ারনা সাজা হোগি কড়ি

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

কুমন্ত্রণা এবং এর উত্তর

হয়তো কারো মনে এই মনোভাব আসতে পারে যে, বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللّٰهُ الْمُبِيْن এত বেশি ইবাদত কিভাবে করতেন! জীবিকা উপার্জন অতঃপর হাজার হাজার রাকাত নফল নামায আদায় করা! প্রথমত; এত নামায সাধারণ মানুষ পড়তে পারবে না, এটা তাদের কারামত, যেমনটি মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যখন

www.dawateislami.net

ঘোরায় আরোহন করতেন, তখন একটি রিকাবে (অর্থাৎ পাদানি) একটি কদম রাখতেন অতঃপর অন্য কদম অপর রিকাবে রাখতেন, এই কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে পুরো কুরআনে করীম তিলাওয়াত করে নিতেন, এটি তাঁর কারামত ছিল। **(শাওয়াহিদুন নবুয়ত, পৃষ্ঠা: ২১২)**

সোশ্যাল মিডিয়ার একটি পোস্ট

নেককার বান্দাদের অন্তর **আল্লাহ**র ভালবাসা ও তাকওয়ায় পরিপূর্ণ হয়ে থাকে, তাঁরা তাঁদের অন্তর থেকে দুনিয়ার মোহ নির্মূল করে দিয়ে থাকেন, তাঁদের অন্তর **আল্লাহ**র স্মরণ ব্যতীত অস্থির থাকে, তাই তাঁরা প্রতি মুহূর্তে **আল্লাহ**র স্মরণে ব্যস্ত থাকে আর এই মর্যাদা ইবাদত ও বন্দেগীতে অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্জিত হয়। সোশ্যাল মিডিয়ার একটি পোস্ট (কিছুটা পরিবর্তন সহকারে) বর্ণনা করছি, যাতে কেউ এভাবে ইঙ্গিত করেছিলো: কেউ একজনকে জিজ্ঞাসা করল যে, বুযুর্গানে দ্বীনরা কিভাবে সারারাত নামায ও কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অতিবাহিত করতেন? তখন সে উত্তর দিল: এখনযেভাবে লোকেরা সারারাত সোশ্যাল মিডিয়ায় chatting অর্থাৎ আড্ডা দেওয়া, ভিডিও দেখা ইত্যাদিতে অতিবাহিত করে দেয় এবং

www.dawateislami.net

কখনো ক্লান্তিভাব ও বিরক্তিভাবও প্রকাশ পায় না, তদ্রুপ বুযুর্গানে দ্বীনের হৃদয়ের প্রশান্তি **আল্লাহ**র স্মরণেই ছিল, যার কারণে তাঁরা তাঁদের প্রতিপালকের স্মরণে এমনভাবে মগ্ন হয়ে যেতেন যে, সারারাত অতিবাহিত হওয়ার ব্যাপারে খবরও থাকতো না আর অপরদিকে আমরা দুনিয়ার ভোগ-বিলাসিতায় এতই নিমগ্ন যে, আমাদের জাগতিক কামনা-বাসনা থেকে হুঁশই ফিরে না।

সারারাত গুনাহ, গল্প গুজব, গানবাজনার অনুষ্ঠান, নাচের পার্টিতে কেটে যায়, এমন মনে হয় যেনো রাত অনেক ছোট ছিল, যখনই নামায পড়ার বিষয় আসে তখন একেবারে প্রাণনাশের উপক্রম হয়ে যায়, পানি খুব ঠাণ্ডা, নামায পড়বো কিভাবে! এখন অনেক ক্লান্ত, কাল ফজরে উভয়টি একসাথে পড়ে নিব, এটা হলো আমাদের সমাজের অবস্থা। **আল্লাহ পাক** গাউসে পাকের সদকায় আমাদের সকলকে নিয়মিত সঠিকভাবে নামায আদায় করার সৌভাগ্য দান করো। **আল্লাহ পাক** যেনো আমরা সবাই পরিপূর্ণ নামাযী হয়ে যাই, এমনভাবে আমিন বলুন যাতে শয়তানও অস্থির হয়ে যায়। اِنْ شَآءَ الله আমরা জামাআত সহকারে পরিপূর্ণ নামাযী হবো।

www.dawateislami.net

গাউসে পাককে শয়তান ইবাদতে অলসতা প্রদর্শন করেছিল, তখন তিনি সারা রাত এক পায়ে দাঁড়িয়ে কুরআনে পাক খতম করেন, তো আমরাও তো গাউসে পাকের মুরিদ। দুনিয়া উলটপালট হয়ে যাক, ঝড় হোক, বৃষ্টি হোক, ভূমিকম্প হোক, শিলাবৃষ্টি হোক তবুও আমরা নামায ছাড়ব না। اِنْ شَآءَ الله

হার ইবাদত সে বরতর ইবাদত নামায
সারি দৌলত সে বড়কর হে দৌলত নামায
কলবে গমগীন কা সামানে ফরহত নামায
হে মারিযো কো পায়গামে সে'হত নামায
নারে দোযখ সে বে'শক বাঁচায়েগি ইয়ে
রব সে দিলওয়ায়েগি তুমকো জান্নাত নামায
ভাইয়ো! গর খোদা কি রেযা চাহিয়ে
আ'প পড়তে রাহে বা'জামাত নামায
হো'গি দুনিয়া খারাব আখেরাত ভি খারাব
ভাইয়ো! তুম কভি ছোড়না মত নামায
বে নামাযী জাহান্নাম কা হকদার হে
ভাইয়ো! তুম কভি ছোড়না মত নামায
সেহ সাকোগে না দোযখ কা হারগিয আযাব
ভাইয়ো! তুম কভি ছোড়না মত নামায
ইয়া খোদা তুঝসে আত্তার কি হে দোয়া
মোস্তফা কি পড়হে পেয়ারী উম্মত নামায

www.dawateislami.net

অনেক বেশি ইবাদত

শাহানশাহে বাগদাদ, হুযূর গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর পনেরো বছর যাবত এই অবস্থা ছিল যে, ইশার নামাযের পর এক পায়ে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং কুরআন শরীফ পাঠ করতে করতে রাত অতিবাহিত করতেন। **(আখবারুল আখিয়ার, পৃষ্ঠা:১১)** প্রায়শই রাতের এক তৃতীয়াংশে দুই রাকাত নফল পড়তেন, প্রতি রাকাতে সূরা আর রহমান বা সূরা মুজাম্মিল তিলাওয়াত করতেন। যদি সূরা ইখলাস পাঠ করতেন তবে এর সংখ্যা একশত বারের কম হতো না **(তাফরীহুল খাতির, পৃষ্ঠা: ৩৫)**

নফল রোযার আধিক্য

হে গাউসে আযমের প্রেমিকগণ! আমার মুর্শিদ হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ অনেক বেশি পরিমাণে রোযা রাখতেন।

তো গাউসে পাকের সকল অনুসারীরা সংকল্প করুন যে, রমযানের একটি রোযাও শরয়ী অপারগতা ব্যতীত কাযা হবে না اِنۡ شَآءَ الله এবং **আল্লাহ**র পানাহ্ যতগুলো কাযা হয়েছে সেগুলোর জন্য সত্যিকার তওবা করুন আর সেগুলো কাযাও আদায় করুন। আমার মুর্শিদ গাউসে পাক মাঝে মাঝে গাছের

www.dawateislami.net

পাতা, বন্য লতাপাতা ইত্যাদি দিয়ে রোযার ইফতার করতেন। মোটকথা কায়িমুল লাইল এবং সাইমুন নাহার (অর্থাৎ রাত্রি জাগরণ এবং দিনে রোযা রাখা) তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল।

শায়খ আবু আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ বিন আবিল ফাতাহ হারাবি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন, আমি হুযুর গাউসে رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর খেদমতে কয়েকটি রাত অতিবাহিত করেছি, তার এই অবস্থা ছিল যে, রাতের প্রথমাংশে কিছুক্ষণ নামায পড়তেন অতঃপর যিকির করতেন এমনকি রাতের প্রথম তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হয়ে যেতো আর তিনি এই যিকির করতেন: "اَلۡمُحِيۡطُ الرَّبُّ الشَّهِيۡدُ اَلۡحَسِيۡبُ الۡفَعَّالُ الۡخَالِقُ الۡبَارِئُ الۡمُصَوِّرُ" আমি দেখেছি যে, কখনো তার শরীর দুর্বল হয়ে যেতো আর কখনো সবল, কখনো বাতাসে উড়তেন আর আমার দৃষ্টির অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে যেতেন, অতঃপর (কিছুক্ষণ পর ফিরে আসতেন এবং) নামাযে দাঁড়িয়ে কুরআন শরীফ পড়তেন এমনকি রাতের পরবর্তি তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হয়ে যেতো। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সিজদা অনেক দীর্ঘ করতেন, স্বীয় চেহারা জমিনের সাথে লাগাতেন। এরপর ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত মুরাকাবা ও মুশাহাদায় বসে থাকতেন অতঃপর অতিশয় বিনয় ও নম্রতা এবং একাগ্রতার

www.dawateislami.net

সহিত দোয়া করতেন, তখন তাঁকে এমন নূর আচ্ছাদিত করে নিতো যে, ফজরের নামাজের জন্য ঘর থেকে বের হওয়া পর্যন্ত দৃষ্টির অন্তড়ালে চলে যেতেন। **(বাহজাতুল আসরার, পৃষ্ঠা ১৬৪)**

গাউসে পাকের খোদাভীতি

হে গাউসে আযমের প্রেমিকগণ! আল্লাহ ওয়ালাদের সর্বদা এটাই রীতি ছিল যে, অসংখ্য নেকী করা এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার পরও তাঁরা অধিকহারে খোদাভীতি পোষণ করতেন। আমাদের আক্বা, আমাদের মুর্শিদ হুযুর গাউসে পাকও অতিশয় খোদাভীতি সম্পন্ন ছিলেন, যেমনটি হযরত শরফুদ্দীন সা'দী শিরাজী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: হযরত শেখ আব্দুল কাদির জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে কাবার হেরেমে দেখা গেছে যে, পাথরের উপর মাথা রেখে **আল্লাহ**র দরবারে প্রার্থনা করছেন: "হে দয়াময় প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করো এবং যদি আমি শাস্তির যোগ্য হই তবে কিয়ামতের দিন আমাকে অন্ধ করে তুলিও, যাতে নেককার লোকদের সামনে লজ্জিত হতে না হয়। **(গুলিস্তান সা'দী, পৃষ্ঠা:৫৪)**

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

গাউসে পাকের ঈদ

হযরত গাউসে আযম رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ আউলিয়ায়ে কেরামদের সর্দার কিন্তু খোদাভীতির যেই অবস্থা ছিলো এর অনুমান তাঁর দিকে ইঙ্গিত করা এই পংক্তিগুলো দ্বারা করা যেতে পারে; তিনি رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ ঈদের দিন বলেন: (পংক্তিগুলোর অনুবাদ): অর্থাৎ "লোকেরা বলছে: আগামীকাল ঈদ, আগামীকাল ঈদ! তাই সবাই খুশি। কিন্তু আমি তো যেদিন এই দুনিয়া থেকে আমার ঈমান নিরাপদে নিয়ে যাবো, সেদিনই আমার প্রকৃত ঈদ হবে।" **(ফয়যান রমযান, পৃষ্ঠা ৩০৯)**

হে আত্তার কো সলবে ঈমাঁ কা ধরকা
বাচা ইসকা ঈমাঁ বাচা গাউসে আযম
হো আত্তার কি বে সবব বকশিশ আক্বা
ইয়ে ফরমায়ে হক সে দোয়া গাউসে আযম

(ওয়াসায়িলে বখশীশ: পৃষ্ঠা: ৫৫১-৫৫৪)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে গাউসে আযমের প্রেমিকগণ! আমরা গাউসে পাকের কেমন প্রেমিক যে, আমাদের পীর ও মুর্শিদ তো পীরদের পীর, অলিদের সর্দার হয়েও এত বেশি ইবাদত করতেন আর অপরদিকে আমরা যে, আমরা ফরয নামাযও

www.dawateislami.net

পড়তে পারি না আর পড়লেও শরীয়তের বিনা অনুমতিতে জামআত ব্যতীত। মনে রাখবেন! আমার আক্বা, আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "যে ব্যক্তি (এক ওয়াক্ত) নামায কাযা করলো, সে হাজারো বছর জাহান্নামের আযাবের অধিকারী হলো।" **(ফাতাওয়ায়ে রযবিয, ৯/১৫৮)** এবং এটাও মনে রাখবেন যে, ইচ্ছাকৃতভাবে শরয়ী অনুমতি ব্যতীত জামআত বর্জন করাও গুরুতর গুনাহ।ভালবাসা পোষণকারী তার প্রিয়জনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলে (অর্থাৎ তাকে Follow করে)। অতএব আমাদেরও উচিত যে, গাউসে পাকের ভালোবাসার দাবি করার পাশাপাশি নিয়মিত নামায আদায় করা, ফরয রোযা রাখা, সর্বদা সত্য কথা বলা এবং স্বীয় প্রতিপালককে ভয় করা। আহ! আহ! আহ!!

গুনাহো নে মুঝ কো কাহি কা না ছোড়া
না হো জাওঁ বরবাদ ইয়া গাউসে আযম
মুঝে নফসে জালিম পে কর দিজে গালিব
হো নাকাম হামযাদ ইয়া গাউসে আযম
মেরে কলব সে হুব্বে দুনিয়া কি মুর্শিদ
উকড় জায়ে বুনিয়াদ ইয়া গাউসে আযম

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, পৃষ্ঠা ৫৫৫,৫৫৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দীদারে মুস্তাফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হযরত শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ একদা মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন: একবার মঙ্গলবার যোহরের পূর্বে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে দয়া করলেন, আপন যিয়ারত দ্বারা ধন্য করলেন এবং ইরশাদ করলেন:"বৎস! বয়ান করো না কেন?" আমি আরয করলাম: "**হে আমার নানাজান** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি আজমী (অনারবীয়) লোক। বাগদাদের আরবী ভাষাবিশারদদের সামনে কিভাবে বয়ান করবো?" তখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "বৎস! মুখ খোল!" আমি আমার মুখ খুললাম। তখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার মুখে সাতবার থুথু মুবারক দিয়ে ইরশাদ করলেন: "লোকদের সামনে বয়ান করো এবং তাদেরকে সুন্দর সুন্দর হিকমত ও নসীহতের মাধ্যমে **আল্লাহ**র পথে আহ্বান করো।" অতঃপর আমি যোহরের নামায পড়লাম এবং বসে গেলাম, আমার নিকট অনেক লোক জমায়েত হয়ে গেলো, আমার ভেতর এক প্রকার অদ্ভুত ভয় বিরাজ করছিল যে, হঠাৎ আমি আধ্যাত্মিক অবস্থায় দেখলাম, আমার সামনে আমিরুল মুমিনিন হযরত আলীউল মুরতাদা শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ উপস্থিত আছেন এবং বলছেন: "হে

www.dawateislami.net

বৎস! বয়ান কেন করছো না?" আমি আরয করলাম: “হে আব্বাজান। আমার মাঝে ভয় বিরাজ করছে।" তখন তিনি বললেন: “হে আমার সন্তান! তোমার মুখ খোলো।” আমি মুখ খুললাম তখন তিনি رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ আমার মুখে ছয়বার থুথু মুবারক দিলেন “ আমি আরয করলাম: আপনি সাতবার কেন দিলেন না?" তখন বলতে লাগলেন: "**রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি আদবের করণে।” (অর্থাৎ তিনি সাতবার দিয়েছি এজন্য আমি একবার কম দিয়েছি) অতঃপর তিনি আমার দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন এবং আমি বয়ান আরম্ভ করলাম।

(বাহজাতুল আসরার, পৃষ্ঠা ৫৮)

উলুম ও ফুযুয শাহানশাহে তায়বা
হে সীনে মে তেরে নিহা গাউসে আযম

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

গাউসে পাকের নেকীর দাওয়াত

শাহানশাহে বাগদাদ, হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ নেকীর দাওয়াত প্রচারের সূচনা করেন শাওয়ালুল মুকাররম ৫২১ হিজরী সনে বাগদাদ শরীফের পূর্বে অবস্থিত হালবা নামক মহল্লায় অনুষ্ঠিত একটি আজিমুশশান ইজতিমায় বয়ানের মাধ্যমে। সেই আজিমুশশান ইজতিমায় প্রভাব ও

প্রতিপত্তি আবৃত ছিল। আউলিয়ায়ে কেরাম ও ফেরেশতাগণ একে আচ্ছাদিত করে রেখেছিলেন। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কুরআন ও সুন্নাতের ব্যাখ্যার মাধ্যমে লোকদেরকে **আল্লাহ**র দিকে আহ্বান করলেন। ফলে লোকেরা আনুগত্যের জন্য তড়িঘড়ি করতে লাগলো। **(বাহজাতুল আসরার, পৃষ্ঠা ১৭৪)** শাহজাদায়ে গাউসে আযম হযরতর আব্দুল ওয়াহহাব رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমার সম্মানিত পিতা হুযুর শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী গাউসে আযম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ৫২১ হিজরী থেকে ৫৬১ হিজরী পর্যন্ত দীর্ঘ চল্লিশ বছর সৃষ্টিকুলকে ওয়াজ ও নসীহত করেছেন।

(বাহজাতুল আসরার, পৃষ্ঠা ১৮৪)।

আওয়াজ মুবারক সকলেই সমানভাবে শুনতো

শাহানশাহে বাগদাদ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর মজলিশে অসংখ্য লোকের সমাগম হতো কিন্তু তবুও তাঁর رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আওয়াজ মুবারক যেমনিভাবে নিকটবর্তীরা শুনতো তেমনই দূরবর্তীরাও শুনতো অর্থাৎ দূরের ও কাছের লোকেরদের জন্য তাঁর আওয়াজ মুবারক একইরূপ ছিলো। **(বাহজাতুল আসরার, পৃষ্ঠা: ১৮১)**

হযরত ইব্রাহীম বিন সাঈদ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: যখন আমাদের শায়খ হুযূর গাউসে আযম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আলীম সুলভ পোশাক পরিধান করে কোনো উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে বয়ান

www.dawateislami.net

করতে, তখন লোকেরা তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনত এবং এরউপর আমল করতো। **(বাহজাতুল আসরার, পৃষ্ঠা ১৮৯)**

হে গাউসে আযমের প্রেমিকগণ! উৎসর্গীত হয়ে যান আমার মুর্শিদ গাউসে পাকের আওয়াজ মুবারকের প্রতি! এটা তাঁর জ্বলন্ত কারামত ছিল যে, যেভাবে প্রথম ব্যক্তি তার আওয়াজ শুনতো, ঠিক সেভাবে হাজারতম ব্যক্তি, ১০ হাজারতম ব্যক্তি নিকটও একউ আওয়াজ আসতো এবং سُبۡحٰنَ اللّٰه! তাঁর ইজতিমায় ৭০ হাজার মানুষ হতো, আমাদের আওয়াজ লাউডস্পিকারের মাধ্যমেও দূরে পৌঁছাতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, কখনো সাউন্ড একেবারে বেশি হয়ে যায় আবার কখনও কম।

৭০ হাজার মানুষের ইজতিমা

আমার মুর্শিদ, শাহানশাহে বাগদাদ, হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: প্রাথমিক পর্যায়ে আমার মাঝে স্বয়নে জাগরণে একমাত্র اَمۡرٌ بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَ نَہۡیٌ عَنِ الۡمُنۡکَر (অর্থাৎ নেকীর দাওয়াত ও অসৎ কাজ হতে নিষেধ করার) প্রবল আগ্রহ বিরাজ করতো এবং আমি কুরআন ও সুন্নাত প্রচারে এতটাই অস্থির থাকতাম যে, নিজের উপরও কন্ট্রোল থাকতো না এবং

আমার সাথে দু-তিনজন লোকও থাকতো তখন আমি তাদেরকিই কুরআন ও সুন্নতের আলোচনা শুনাতে থাকতাম, অতঃপর আমার নিকট এত বেশি লোকের সমাগম হতে লাগলো যে, মজলিশে জায়গা অবশিষ্ট ছিল না। তাই আমি ঈদগাহে চলে গেলাম এবং সেখানে ওয়াজ ও নসিহত করতে লাগলাম, সেখানেও জায়গা সংকুলান হচ্ছিলো না তখন লোকেরা আমার মিম্বর শহরের বাইরে নিয়ে গেল এবং অনেক লোক ঘোড়ায় চড়ে ও পায়ে হেঁটে আসতো এবংইজতিমার এদিক সেদিক দাঁড়িয়ে ওয়াজ শুনতো, এমনকি শ্রোতার সংখ্যা সত্তর হাজারের (৭০০০০) কাছাকাছি পৌঁছে গেল।

(বাহজাতুল আসরার, পৃষ্ঠা ১৭৭)

ওয়াযোঁ কি তেরে মুর্শিদ হে ধুম চার জানিব
মে ভি কভি তো শুন লু মিঠা কালাম তেরা
জলওয়া দেখানা মুর্শিদ কালেমা পড়ানা মুর্শিদ
জিস দাম হো জিন্দেগী কা লাবরেয জাম কেহনা
ওস্তাদ আ'পড়ি হে ইমদাদ কি ঘড়ি হে
ফরিয়াদ কর রাহা হে তেরা গোলাম কেহনা
সাইল নাওয়াযীশোঁ কা কেহতা থা সাজিশোঁ কা
মুর্শিদ হো দুশমনোঁ কা কিসসা তামাম কেহনা
আত্তার কো বুলা কার মুর্শিদ গলে লাগা কার
ফির খুব মুসকরা কর করনা কালাম কেহনা

www.dawateislami.net

বাগদাদ কে মুসাফির মেরা সালাম কেহনা
বাগদাদ কে মুসাফির মেরা সালাম কেহনা

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

গাউসে পাকের বয়ানে আউলিয়ায়ে কেরামের উপস্থিতি

বর্ণিত আছে, গাউসে আযম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ যখন বয়ান করার জন্য মিম্বরে উপবিষ্ট হতেন তখন তিনি যখনই اَلۡحَمۡدُ لِله বলতেন তখন পৃথিবীর বুকে যত আউলিয়ায়ে কিরা ছিলো তাঁরা ইজতিমায় উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক সবাই চুপ হয়ে যেত। একারণেই যে, তিনি একবার اَلۡحَمۡدُ لِله বলার পর কিছুক্ষণ থামতেন অতঃপর বয়ান শুরু করতেন আর এতক্ষণে ইজতিমায় এত অধিক সংখ্যক সমাগম হয়ে যেত যে, যত লোক দেখা যেতো তার চেয়েও অনেক বেশি শ্রোতা এবং উপস্থিতি এমন ছিলো যাদেরকে দৃশ্যমান চোখে দেখা যেতো না। **(আখবারুল আখিয়ার, পৃষ্ঠা ১২)** তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ইজতিমায় অংশগ্রহণকারীদের অন্তরের চাহিদানুযায়ী বয়ান করতেন এবং অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে তাদের দিকে মনোনিবেশ করতেন। যখন তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ মিম্বরে দাঁড়াতেন, তখন তাঁর মহিমার কারণে

www.dawateislami.net

লোকেরাও দাঁড়িয়ে যেত। এবং যখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাদেরকে নীরব হতে বলতেন তখন সবাই এমনভাবে নীরব হয়ে যেতো যে, তাঁর প্রভাবের কারণে তাদের নিঃশ্বাসের আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই শুনা যেতো না।

(বাহজাতুল আসরার, পৃষ্ঠা ১৮১)

ওয়াহ কেয়া মরতাবা এ্যয় গাউস হে বালা তেরা
উঁছে উঁছো কে সরোঁ সে কদম আ'লা তেরা
সর ভালা কেয়া কোয়ি জানে কেহ হে কেয়সা তেরা
আউলিয়া মলতে হে আখেঁ ওহ হে তলওয়া তেরা
কিয়া দবে জিস পে হিমায়ত কা হো পাঞ্জা তেরা
শের কো খতরে মে লাতা নেহি কুত্তা তেরা
গরয আক্বা সে করোঁ আরয কেহ তেরি হে পানাহ
বান্দা মজবুর হে খাতির পে হে কবযা তেরা
হুকুম, নাফিয হে তেরা খামা তেরা সাইফ তেরি
দম মে জু চাহে করে দুর হে শাহা তেরা
ফখর আক্বা মে রযা অওর ভী ইক নযমে রফী'
চল লিখা লায়ে সানা খানোঁ মে চেহারা তেরা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

হযরত খিযর عَلَیۡهِ السَّلَام এর আগমন

হযরত শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস رَحۡمَةُ اللهِ عَلَیۡهِ বলেন: শাহানশাহে বাগদাদ, হুযুর গাউসেপাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَیۡهِ এর মজলিস শরীফে সমস্ত আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام শারীরিক জীবন ও রূহ সহকারে তাছাড়াজ্বীন ও ফেরেশতাগণ উপস্থিত হতেন এবং (অনেক সময় তো) **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও প্রশিক্ষণ ও সমর্থনের জন্য উপস্থিত হতেন। হযরত খিযর عَلَیۡهِ السَّلَام প্রায়ই মজলিস শরীফে উপস্থিত হতেন এবং শুধু নিজে উপস্থিত হতেন না বরং সেই যুগের যেই বুযুর্গের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হতো তখন তাঁকেও মুর্শিদী গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَیۡهِ এর মজলিসে উপস্থিত হওয়ার জন্য তাগিদ দিয়ে বলতেন যে, "যারা সফলতা চায় তাদের গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَیۡهِ এর মজলিস শরীফে উপস্থিত থাকা জরুরী।”

(আখবারুল আখিয়ার, পৃষ্ঠা ১৩)

জিসে শক হো ওহ খিযর সে পুছ দেখে
তেরি মজলিসোঁ কা সামাঁ গাউসে আযম

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

স্বপ্নের দৃশ্য জাগ্রত অবস্থায়

আমার মুর্শিদ, শাহানশাহে বাগদাদ, গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ একদিন বয়ান করছিলেন এবং তাঁর বিশেষ মুরিদ ও প্রথম খলিফা শায়খ আলী বিন হাইতি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁর পাশে বসা ছিলেন, হঠাৎ তাঁর নিদ্রা এসে গেল, আমার মুর্শিদ, শাহানশাহে বাগদাদ, হযরত গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ উপস্থিত সবাইকে বললেন: চুপ করো এবং তিনি মিম্বর থেকে নেমে আসলেন ও শায়খ আলি বিন হায়তি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সামনে আদব সহকারে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। যখন শায়খ আলী বিন হাইতি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ স্বপ্ন থেকে জাগ্রত হলেন, তখন হযরত গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁকে বললেন: আপনি স্বপ্নে **আল্লাহর প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দেখেছেন? তিনি উত্তর দিলেন: জি হ্যাঁ। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: তাই তো আমি আদব সহকারে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম, অতঃপর তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন: **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনাকে কী উপদেশ দিয়েছেন? তখন তিনি আরয করলেন: **নবী পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর খেদমতে উপস্থিত হওয়াকে বাধ্যতামূলক করে নাও “ এরপর লোকেরা

www.dawateislami.net

শায়খ আলী বিন হাইতি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে জিজ্ঞেস করলো যে, হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর এ উক্তির অর্থ কী যে, আমি সেজন্য আদব সহকারে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম, তখন অলীয়ে কামিল শায়খ আলী বিন হাইতি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: "আমি যাকিছু স্বপ্নযোগে দেখছিলাম গাউসে رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তা জাগ্রত অবস্থায় দেখছিলেন।" **(বাহজাতুল আসরার, পৃষ্ঠা:৫৮)**

ورفعنا لك ذكرك কা হে সায়া তুঝ পর

বৌল বালা তেরা যিকির হে উঁচা তেরা

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

গাউসে পাকের বয়ানে জ্বীনদের অংশগ্রহণ

হযরত শায়খ আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া বিন আবি নাসর সাহরাভীর সম্মানিত পিতা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمَا বলেন: আমি একবার আমলের মাধ্যমে জ্বীনদেরকে ডাকলাম, কিন্তু তারা আসতে একটু বেশি দেরি করলো অতঃপর আমার কাছে এসে বলতে লগেলো যে, "যখন শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বয়ান করছেন, তখন আমাদের ডাকার চেষ্টা করবেন না।" আমি বললাম: কেন? জ্বীনেরা বললো: আমরা হুযুর গাউসে আযম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর মজলিসে উপস্থিত হই।

www.dawateislami.net

আমি বললাম: তোমরাও কি তাঁর মজলিসে যাও? তারা বললো: হ্যাঁ! আমরা পুরুষদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক থাকি, আমাদের মধ্যে অনেক দল আছে যারা ইসলাম কবুল করেছে এবং তারা সবাই হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর হাতে তাওবা করেছে। **(বাহজাতুল আসরার, পৃষ্ঠা ১৮০)**

১৩টি শাস্ত্রে বয়ান

হযরত আল্লামা শায়খ আব্দুল ওয়াহাব رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ লিখেন: "হযরত শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তেরোটি শাস্ত্রে বয়ান করতেন।" এবং হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর মাদরাসায় লোকেরা তাঁর থেকে হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ ও ইলমুল কালাম পড়তো, দুপুরের পূর্বে ও পরে উভয় সময় মানুষদের তাফসীর, হাদীস, ফিকাহ, কালাম, উসুল ও নাহু পড়াতেন এবং যোহরের পর কিরাত সহকারে কুরআনে করীমের শিক্ষা দিতেন।

(আত তাবাকাতুল কুবরা লিশ শা'রানী, ১/১৭৯। বাহজাতুল আসরার, পৃষ্ঠা ২২৫)

আমার মুর্শিদ, শাহানশাহে বাগদাদ, হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সপ্তাহে তিনবার বয়ান করতেন, মাদরাসায় শুক্রবার সকালে, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এবং সরাইখানায় রবিবার সকালে। **(ক্বালাইদুল জাওয়াহির, পৃষ্ঠা ১৮)**

www.dawateislami.net

তাঁর মজলিসে ৪০০ জন প্রখ্যাত আলেম তাঁর বয়ান লিখতেন ও মাঝে মাঝে মজলিস চলাকালীন তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কয়েক কদম বাতাসে উড়াল দিয়ে অতঃপর চেয়ারে এসে উপবিষ্ট হয়ে যেতেন। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলতেন: আমার ইচ্ছা হয় যে, আমি যেভাবে পূর্বে ছিলোম এখনো জঙ্গলে থাকি, যাতে আমি মানুষদের না দেখি আরতারা আমাকে না দেখে, অতঃপর বলেন: **আল্লাহ পাক** আমর থেকে এটাই চান যে, লোকেরা যেন আমার থেকে উপকৃত হয়, কারণ আমার হাতে পাঁচ শতাধিক ইহুদী ও খ্রিষ্টান মুসলমান হয়েছে এবং আমার হাতে এক লাখেরও বেশি গুনাহগার তওবা করেছে আর এটি একটি মহান নেকি। **(বাহজাতুল আসরার, পৃষ্ঠা ১৮৪)**

বয়াঁ সুন কে তওবা গুনাহগার কর লেঁ
যবাঁ মে ওহ দেয় দো আসর গাউসে আযম

অমুসলিমদের ইসলাম গ্রহণ

একবার তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর মহত্বপূর্ণ খেদমতে ১৩ জন অমুসলিম এলো এবং তাঁর হাতে বয়ানের মজলিসে মুসলমান হলো অতঃপর বলতে লাগলো যে, আমরা পশ্চিমাঞ্চলের খ্রিষ্টান (অমুসলিম)। আমরা ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা করলাম, কিন্তু দ্বিধায় ছিলাম যে, কোথায় গিয়ে ইসলাম

www.dawateislami.net

গ্রহণ করবো, সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না। তখন আমরা অদৃশ্য থেকে আওয়াজ শুনলাম যে, "হে সফল দল! তোমরা বাগদাদে যাও এবং শায়খ আব্দুল কাদিরের হাতে মুসলমান হয়ে যাও, কেননা তাঁর বরকতে তোমাদের অন্তরে এমন ঈমান দান করা হবে যা অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না।"

(বাহজাতুল আসরার, পৃষ্ঠা ১৮৫)

কলমে মুরদা কো ভী ঠোকর সে জিলা দো মুর্শিদ
বিল ইয়াকিঁ তুম নে তো মুর্দো কো জিলায়া ইয়া গাউস

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নাহুর ইমাম বানিয়ে দিলেন

ইমাম আবু মুহাম্মাদ বিন খাশ্শাব নাহভী বলেন: আমি যৌবনে ইলমে নাহু (আরবী ব্যাকরণ) অধ্যয়ন করতাম। আমি লোকদের থেকে হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর চিত্তাকর্ষক বয়ানের প্রশংসা শুনতাম। আমার ইচ্ছা ছিল যে উনার বয়ান শুনবো,কিন্তু আমর সময় ছিলো না। একদিন দৃঢ় সংকল্প করে নিলাম এবং হুযুর গাউসে পাকের رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ মজলিসে উপস্থিত হয়ে গেলাম। যখন তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বয়ান শুরু করলেন, তখন তাঁর কথা শুনে আমি অন্তরে স্বাদ পেলাম না এবং তাঁর কথাও

www.dawateislami.net

বুঝলাম না। আমি মনে মনে বললাম, আমার আজকের দিনটা নষ্ট হয়ে গেল। তখনই হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমার দিকে ফিরে ইরশাদ করলেন: তোমার ধ্বংস হোক, তুমি যিকিরের মাহফিলে ইলমে নাহুকে (আরবী ব্যাকরণ) অগ্রাধিকার দিচ্ছো! এবং সেটাকে গ্রহণ করছো? আমার সাহচর্য অবলম্বন করো আমি তোমাকে (আরবী ব্যাকরণের প্রসিদ্ধ ইমাম) সিবওয়াইহি বানিয়ে দিব। এ কথা শোনার পর আবদুল্লাহ খাশ্শাব নাহভী গাউসে পাকের সাহচর্য অবলম্বন করতে লাগলেন, যার ফলাফল এটা প্রকাশ পেলো যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নাহুর পাশাপাশি অনেকগুলো জ্ঞানে পারদর্শী হয়ে গেলেন। **(কালাইদুল জাওয়াহির, পৃষ্ঠা ৩২। তারিখুল ইসলাম লিয যাহবী, ৩৯/২৬৭)**

সুলতানে বিলায়ত	**গাউসে পাক**
অলিউ পে হুকুমত	**গাউসে পাক**
শাহবাযে খেতাবত	**গাউসে পাক**
ফানুসে হেদায়ত	**গাউসে পাক**
আল্লাহ কি রহমত	**গাউসে পাক**
বাইসে বরকত	**গাউসে পাক**

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

Next Week's Booklet

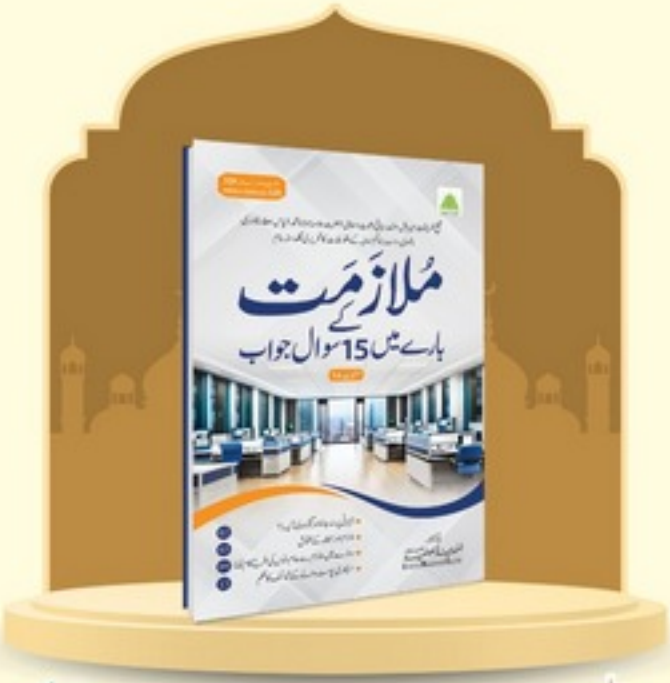

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭৫৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৫৫৪০৩৩৮৯
কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৫৪৭৮১৫২৬
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net